দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 09-NOV 1994 ...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৭...

13

সাতক্ষীরা সিটি কলেজ

শিক্ষক-কর্মচারীরা ১৪ মাস যাবত বেতন পাচ্ছেন না

সাতক্ষীরা, ৮ নবেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।-অজ্ঞাত কারণে সভাপতি বেতন বিলে স্বাক্ষর না করায় সাতক্ষীরা সিটি কলেজের ১৮ জন শিক্ষক-কর্মচারী ১৪ মাস বেতন না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গত ৯৩ সালের ২০ মে লিখিত ও ২২ জুলাই মৌখিক পরীক্ষায় নির্বাচিত হবার পর ১৮ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে যথাসময়ে কলেজে যোগদান করেন। কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি (পদাধিকার বলে) স্থানীয় সংসদ সদস্যের তত্ত্বাবধানে নিয়োগসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং নিয়োগপ্রাপ্ত এসব শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন প্রাপ্তির জন্য তাঁর প্রতিস্বাক্ষরিত যাবতীয় কাগজপত্র মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরে প্রেরিত হয়। কিন্তু ১০ সেপ্টেম্বর '৯৩ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরে তিনি এসব শিক্ষক কর্মচারীর বেতন-ভাতা বন্ধ রাখার জন্য তারবার্তা প্রেরণ করেন। এছাড়াও বেতন বন্ধের নানা কৌশল অবলম্বনের ফলে তাদের নাম এমপিও ভুক্ত হলেও 'স্টপ পেমেন্ট' রাখা হয়। কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতির বেতন বন্ধের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানোর কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের উপ-পরিচালক কর্তৃক গত ৯ জুলাই '৯৪ নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা তদন্ত করা হয়। তদন্তের ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক তাদের বেতন সংক্রান্ত 'স্টপ পেমেন্ট' প্রত্যাহার করেন। সূত্র জানায়, উক্ত সাংসদ নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের শুধু বেতন অবৈধভাবে বন্ধ করতেই চাননি, তাদের নিয়োগ বাতিলের অপচেষ্টাও চালান। ফলে দীর্ঘদিনের বেকারত্ব ঘুচিয়ে কলেজে চাকরি পাওয়ার ১৪ মাস পরেও ১৮ শিক্ষক কর্মচারী এবং একই কারণে কলেজের অপর ১৯ শিক্ষক কর্মচারী ২ মাস যাবত বেতন না পেয়ে অনাহারে, অর্ধাহারে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। কলেজের ৮ পিয়ন, আয়া ও সুইপার মানবেতর দিনাতিপাত করছে।

উল্লেখ্য, কলেজের সভাপতি কর্তৃক শিক্ষকদের বেতন বন্ধের ঘটনা এই প্রথম নয়। ইতোপূর্বে তিনি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বন্ধ করলে তাঁরা আদালতের শরণাপন্ন হন এবং বিজ্ঞ আদালতের আদেশে সভাপতি বেতন বিলে প্রতিস্বাক্ষর দেন।

সভাপতি বেতন বিলে প্রতিস্বাক্ষর না করার কারণে গত ১৫ সেপ্টেম্বর কলেজের ৩৭ শিক্ষক ও কর্মচারী সাতক্ষীরা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের শরণাপন্ন হলে বিজ্ঞ আদালত উক্ত কলেজের সভাপতিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করেন বলে জানা গেছে।

এদিকে দীর্ঘদিন যাবত বেতন না পাওয়ার কারণে শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে।